নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট **হাইকোর্ট বিভাগ** **(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)** **উপস্থিতঃ** **বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল** **ফৌজদারী রিভিশন নং ৬২৯/২০০৬** ফয়েজ আহমেদ ---- সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-দরখাস্তকারী। -বনাম- রাষ্ট্র -------প্রতিপক্ষ। এ্যাডভোকেট শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী --- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে। এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল ------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে। **শুনানীর তারিখঃ ০৫.০১.২০২৩, ১৬.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৯.০৩.২০২৩।** **বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ** বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৮/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০৩.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন। **অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,** সংক্ষেপে অভিযোগকারীর মোকদ্দমা এই যে, বিগত ইংরেজী ২২.১১.১৯৮৭ তারিখ বেলা ১০/১১ টায় জনৈক হোসনে আরা কর্তৃক বিবাদী ফয়েজ আহমেদ গং এর বিরুদ্ধে আনীত গ্রাম আদালতের মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাদী ও বিবাদীগনের মধ্যে শালিশ বৈঠক বসে। উভয় পক্ষের জবানবন্দী ও কাগজপত্র দেখার সময় বাদিনীর সাক্ষী ফয়েজ উল্ল্যা বাহার ও মোঃ জাফর আহমেদ এর সাথে বিবাদীদের কথা কাটাকাটির প্রাককালে বিবাদী মনোয়ারা বেগম ও ফিরোজা দৌড়ে তাদের ঘর হতে বের হতে দা, বাঠি, ছুরি এনে পুরুষ বিবাদীগনের হাতে দিলে ১নং বিবাদী ফয়েজ আহমেদ তার হাতে থাকা দারালো ছুরি দিয়ে মোঃ জাফর আহমেদকে নাকে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সজোরে কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে তাতে নাকের হাড় কেটে যায়। ২নং বিবাদী নিজাম উদ্দিন তার হাতে থাকা দা দিয়ে ফয়েজ উল্লাকে সজোরে মাথায় কোপ মেরে মাথার হাড় কেটে রক্তাক্ত জখম করে। বিবাদী মিজানুল হক, জামাল উল্লা, জয়নাল আবেদীন তাদের হাতে থাকা লাঠি দ্বারা মোঃ জাফর ও ফয়েজ উল্লা বাহারকে বেদম মারপিট করে রক্তাক্ত ফুলা জখম করে। বিবাদী মিজানুল হক জখমী ফয়েজ উল্লা বাহারের পকেট হতে ৭০৫/- টাকা এবং জয়নাল আবেদীন ফয়েজুল্লার হাতে থাকা ১২০০/- টাকা দামের ঘড়ি ইত্যাদি নিয়ে যায়। বাদী সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে জখমীকে হাসপাতালে চিকিৎসা করান। পরে থানায় যেয়ে অত্র এজাহার দায়ের করেন। মিরের সরাই থানার এস,আই জাহাঙ্গীর আলম তদন্তঅন্তে প্রাথমিকভাবে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত পেয়ে বিগত ইংরেজী ৩০.১২.১৯৮৭ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ১৪৭/৩২৪/৩২৬/১০৯ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৭ ধারা, ফয়েজ ও নিজামের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৪ ধারা এবং মিজান জামাল ও জয়নালের বিরুদ্ধে ৩২৩ ধারায় অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ আসামীদেরকে পাঠ করে শুনালে তার নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। অনুপস্থিত আসামী ফয়েজ আহমেদকে আর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯বি(২) ধারার অধীন বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। রাষ্টপক্ষ ৫জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করে। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপ্ত হলে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীন পরীক্ষা করা হয়। তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে কোন সাফাই সাক্ষ্য বা কাগজাদি দাখিল করবেনা বলে জানায়। বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট , মীরসরাই, চট্টগ্রাম কর্তৃক জি, আর, মামলা নং-৯৯/১৯৮৭ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৪.০৮.১৯৮৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে ফয়েজ আহমেদ ও নিজাম উদ্দিন ওরফে জসিম উদ্দিনকে দন্ডবিধি ৩২৪ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত ধারার অপরাধের জন্য ফয়েজ আহমেদকে ৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং নিজাম উদ্দিন ওরফে জসিম উদ্দিকে ৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী- ফয়েজ আহমেদ ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৮/২০০৫ দাখিল করলে বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রাম শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০১.০৩.২০০৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অত্র আসামী-দরখাস্তকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথি পর্যালোচনা করলাম। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরী এবং রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট , মীরসরাই, চট্টগ্রাম কর্তৃক জি, আর, মামলা নং-৯৯/১৯৮৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০৪.০৪.১৯৮৯ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *"মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, গত ২২/১১/৮৭ বেলা ১০/১১টায় জনৈক হোসনে আরা কর্তৃক বিবাদী ফয়েজ আহমদ গং এর বিরুদ্ধে আনীত গ্রাম আদালতের মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাদী ও বিবাদী গণের ঘাটায় গ্রাম্য মসজিদের সম্মুখে স্থানীয় গন্যমান্য লোক নিয়া এক শালিশ বৈঠক বসে। উভয় পক্ষের জবানবন্দী ও কাগজ পত্র দেখার সময় বাদীনির সাক্ষী ফয়েজ উল্ল্যা বাহার ও মোঃ জাফর আহমদ এর সহিত বিবাদীদের কথা কাটাকাটি হয়। এমন সময় বিবাদী মনোয়ারা বেগম ও ফিরোজা দৌড়াইয়া তাহাদের ঘর হইতে দা, লাঠি, ছুরি, আনিয়া পুরুষ বিবাদী গণের হাতে দেওয়ায় বিবাদীগন বেআইনী জনতা গঠন পূর্বক ১নং বিবাদী ফয়েজ আহাম্মদ তাহার হতে থাকা ধারাল ছুরি দ্বারা মোঃ জাফর আহাম্মদ এর নাকে সজোরে কোপ মারিয়া রক্তাক্ত জখম করে তাহাতে নাকের হাড় কাটিয়া যায়। ২নং বিবাদী নিজাম উদ্দিন তাহার হাতে থাকা দা, দ্বারা ফয়েজ উল্লা বাহারকে সজোরে মাথায় কোপ মারিয়া মাথার হাড় কাটিয়া রক্তাক্ত জখম করে। বিবাদী মিজানুল হক, জামাল উল্লা, জয়নাল আবেদীন তাহাদের হাতে থাকা লাঠি দ্বারা মোঃ জাফর ও ফয়েজ উল্লা বাহারকে বেদম মারপিট করিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত ফুলা জখম করে। বিবাদী মিজানুল হক জখমী ফয়েজ উল্লা বাহারের পকেট হইতে ৭৪৫/- টাকা এবং জয়নাল আবেদীন ফয়েজুল্লার হাতে থাকা ১২০০/-টাকা দামের সিটিজেন অটোমেটিক ঘড়ি নেয়। জামাল উল্লাহ ফয়েজুল্লার পকেট হইতে ১৫০/-টাকা দামের ঝর্ণা কলম নেয়। বাদী সংবাদ পাইয়া বাড়ী হইতে ঘটনাস্থলে যাইয়া ঘটনার সকল বিষয় অবগত হইয়া জখমীদের মস্তান নগর হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। সকল বিবাদীদের বিরুদ্ধে দঃবিঃ ১৪৭, বিবাদী ফয়েজ ও নিজামের বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৩২৪ ধারা এবং বিবাদী মিজান, জামাল ও জয়নালের বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৩২৩ ধারায় অভিযোগ প্রনয়ন করিয়া অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলে বিবাদীরা নির্দোষ দাবীতে বিচারের প্রার্থনা জানায়। বাদীপক্ষ মামলা প্রমানের জন্য ৬ জন সাক্ষী আনয়ন করে। বিবাদী পক্ষ কোন সাক্ষী প্রদান করে নাই। বিবাদীপক্ষের মামলা হইতেছে বাদীরা এক দলবদ্বভাবে হোসনে আরার পক্ষে শালিশের নামে বিবাদীদের মারধর করে। ***বিবেচ্য বিষয় সমূহ*** ***দঃবিঃ ৩২৪ ধারা*** *১। বিবাদীদের মারধরের ফলে বাদী পক্ষের লোকজনদের শারীরিক ব্যথা বেদনা হইয়াছিল কিনা?*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২। বিবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মারধর করিয়াছে কিনা? *৩। বিনা প্ররোচনায় বিবাদীরা মারধর করিয়াছে কিনা?* *৪। বিবাদীরা ধারালো অস্ত্র যাহা মানুষের শরীরের জন্য বিপদ জনক দ্বারা মারধর করে কিনা?* ***দঃবিঃ ৩২৩ ধারা*** *১। বিবাদীদের মারধরের ফলে বাদী পক্ষের লোকজনদের শারীরিক ব্যথা বেদনা হইয়াছিল কিনা?* *২। বিবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মারধর করে কিনা?* ***দঃবিঃ ১৪৭ ধারা*** *১। বিবাদীরা পাঁচ বা ততোধিত ছিল কিনা?* *২। বিবাদীদের সম্মিলন বেআইনী ছিল কিনা?* *৩। বিবাদীদের একটি নির্ধারণ উদ্দেশ্যে ছিল কিনা?* *৪। বিবাদীরা বল প্রয়োগ করিয়াছিল কিনা?* *৫। সাধারণ উদ্দেশ্যে সিদ্ধিকল্পে বল প্রয়োগ করিয়াছিল কিনা?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *বাদী পক্ষের ১ম সাক্ষী জানায় গত ২২/১১/৮৭ ইং সকাল ১০/১১ টায় বিবাদী ফয়েজের ঘাটায় অবস্থিত মসজিদের সামনে এক শালিস বৈঠক হয়। সেই দিন চেয়ারম্যান ও মেম্বারসহ গন্যমান্যরা ছিল। ফয়েজ ও শালিশান লুৎফরের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। ফিরোজা ও মনোয়ারা দৌড় দিয়া বাড়ী হইতে লাঠি, সোটা দা, ছুরি নিয়া আসে ও দা মিজানের হাতে ও ছুরি ফয়েজের হাতে দেয়। বাদী বিবাদীদের হাতে লাঠি দেয়। ফয়েজ ও অপর বিবাদীরা লুৎফরকে মারিতে উদ্যত হইলে তখন ফয়েজুল্লাহ ও জাফর বাধা দেয়। ফয়েজ ছুড়ি দ্বারা জাফরের নাকে আঘাত করিয়া রক্তাক্ত জখম করে। নিজাম দা দ্বারা বাহারের মাথায় আঘাত করে। ইহাতে রক্তাক্ত জখম হয়। মিজানুল, জয়নাল, জামাল বাহারকে মারধর করে। বাহারের পকেট হইতে মিজানুল ৭৪৫/- টাকা, জয়নাল সিটিজেন ঘড়ি নেয়। জামাল ঝর্না কলম নেয়। সে বাড়ী হইতে খবর পাইয়া ঘটনা স্থলে আসে। জখমীকে হাসপাতালে নিয়া যায়। মস্তাননগর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পুলিশকে একটা শার্ট, লুঙ্গি ও গেঞ্জি রক্ত মাখা অবস্থায় প্রদান করে। গেঞ্জি ও লুঙ্গি ব্যবহারের এবং শার্ট ফয়েজুল্লা বাহারের। জাফরকে x-ray করানো হয়। x-ray Report আছে। জেরাকালে জানায় মসিজিদ হইতে বিবাদদির বাড়ী ৩০ হাত উত্তরে হইবে। সে ঘটনা দেখে নাই। হাসপাতালে যখন যায় তখন দুপুর ১২/১২.৩০ টা সে হাসপাতালে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল। সন্ধ্যায় সার্টিফিকেট নেয়। মনোয়ারা ও ফিরোজা শালিশে ছিল না তবে শালিশের পিছনে দোকানের পিছনে ছিল। তাহারা একদল বদ্ধভাবে হোসনে আরার পক্ষে শালিশের নামে বিবাদীদের মারধর করার কথা সত্য নহে। ২নং সাক্ষী জবানবন্দীতে জানায় গত ২২/১১/৮৭ ঘটনার তাং। মনোয়ারা ও ফিরোজা দা, ছুরি, ও লাঠি আনিয়া দেয়। ফয়েজ ছুরি দ্বারা তাহার নাকের উপর রক্ত জখম করে। সে মাটিতে পড়িয়া যায়। তারপর আর সে কিছুই বলিতে পারে না। জেরায় জানায়, হুঁশ যখন হয় তখন সন্ধ্যা ৬/৬.৩০টা। বিবাদী ফয়েজের এক কোপের পর সে বেহুশ হয়।অতঃপর ঘটনার কথা বলিতে পরিবেনা।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩নং সাক্ষী জবান বন্দীতে জানায় গত ২২/১১/৮৭ সকাল ৯/১০ টায় ফয়েজ ও হোসনে আরার পুকুর নিয়া একটা শালিশ হয় স্থানীয় মসিজিদের সামনে। ফয়েজ ছুরি, দ্বারা জাফরের নাকে কোপ মারে । জসিম প্রকাশ নিজাম দা দ্বারা বাহারকে কোপ দেয়। অস্ত্র শস্ত্র ফিরোজা ও মনোয়ারা বাড়ী হইতে আনিয়া দেয়। বাহারের ঘড়ি কে নেয় তাহা বলিতে পারিবেনা। কলম ও টাকা কে নেয় তাহা দেখে নাই। জখমীদের মাস্তান নগর হাসপাতালে টেম্পোতে করিয়া চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। জেরাকালে জানায় সে ঘন্টা খানেক হাসপাতালে ছিল। দারোগার কাছে ঘড়ি, টাকা ও কলম নিবার কথা বলে নাই। আবু জাফরকে সে হাসপাতালে নেয়। জাফর হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসার আগে পর্যন্ত হুঁশ ছিল না। ঘটনাস্থল হইতে রিক্সাযোগে ট্রাংক রোডে আসার পর টেম্পোতে হাসপাতলে যায়। ঘটনার পাশে একটা দোকান আছে। মালিক ছিদ্দিকুর রহমান। ৪নং সাক্ষী জানায় গত ২২/১১/৮৭ বেলা ১০/১১ টায় স্থানীয় মসজিদের সামনে ফয়েজ ও হোসনে আরার পুকুর নিয়া শালিশ হয়। ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফর আহমেদের নাকে কোপ মারে। নিজাম তাহার মাথায় দা দ্বারা কোপ মারে। তাহাকে ও জাফরকে হাসপাতালে নেয়। তাহার রক্ত মাখা ফুল শার্ট পুলিশের নিকট দেওয়া হয়। জেরকালে সাক্ষী জানায় কে টাকা, ঘরি ও কলম নেয় তাহা দারোগার কাছে বলে নাই। জাফরের সন্ধ্যা ৫/৫.৩০ টায় জ্ঞান ফিরে। শালিশে সে দর্শক হিসাবে ছিল। সে বিবাদীদের ৩ টা মামলার আসামী। কথিত ঘটনাস্থল হইতে বিবাদীদের বাড়ী দেখা যায়। ৫নং সাক্ষী জবানবন্দীতে জানায় ফয়জুল্লা বাহারকে পরীক্ষা করিয়া এমন findings পাওয়া যায় যেমন- Incised wound 5" X $1\frac{1}{2}$ " X 1" at ocipital region of the head caused by Illegible heavy sharp cutting weapon. জাফরকে পরীক্ষা করিয়া এমন findings পাওয়া যায় যেমন Incised wound extending to$1\frac{1}{2}$ " X 1" X 1"at right side of the nose upper part caused by pointed sharp weapon patient advised for x-ray nose both view. জেরায় জানায় Advise অনুযায়ীপরে তাহাকে X-ray Report দেখানো হয়। প্র-৩ ফয়জুল্লার ডাক্তারী সন্দপত্র এবং প্র-৪ জাফর আহমেদের ডাক্তারী সনদপত্র নাকের আঘাত গুলি কোথাও হোচট খাইয়া উপর হইয়া পড়িলে কোন pointed substance এর উপর পড়িলে এই আঘাত হইতে পারে। প্র-৪ এর আঘাত বাস ইত্যাদিতে চলার সময় আঘাত পাইলে এই ধরনের আঘাত পাইতে পারে। ৬ নং সাক্ষী তদন্তকারী দারোগা। সাক্ষী জেরাকালে জানায় ভিকটিমকে হাসপাতালে ২৪/১১/৮৭ ইং ১৫/৩০ টায় পরীক্ষা করিতে যায়। সেই দিন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিতে দেয় নাই। জখমীদের অবস্থা গুরুতর দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা (ছেড়া)। ঘটনাস্থল মসজিদের সামনেই। Material Exibit গুলি ২৪.১১.৮৭ তাং দুপুর ১১.৩০ টায় পায়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনার পর এখন মামলার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ঘটনার তাং ২২.১১.৮৭ এবং ঘটনাস্থল বিবাদী ফয়েজের ঘাটায় অবস্থিত মসজিদের সম্মুখে ইহা সকল সাক্ষীরা ব্যক্ত করিয়াছে। সালিশ বৈঠক ঐ দিন ঐ স্থানে হয় তাহা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের প্রতি জেরাকালে ব্যক্ত হইয়াছে। সাক্ষী নং- ১, ৩ ব্যক্ত করিয়াছে ঘটনাস্থলের পাশে এক দোকান ছিল যাহার মালিক ছিদ্দিকুর রহমান ঐ দোকানের পিছনে ফিরোজা ও মনোয়ারা ছিল। ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফরের নাকে আঘাত করিয়া রক্তাক্ত জখম করে এবং নিজাম দাও দ্বারা বাহারের মাথায় আঘাত করে ঐ বক্তব্যগুলি সকল সাক্ষীদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। সাক্ষী নং- ৫ ডাক্তার। এই ডাক্তারই জখমী ব্যক্তিদের চিকিৎসা করে এবং তাহাদের ডাক্তারী প্রত্যায়ন পত্র (এম. সি) প্রদান করে। জাফরের এমসিতে জাফরের নাকের উপর ১$\frac{১}{২}$" X ১" X ১" আকারের ধারালো সুচালু অস্ত্রে জনিত আঘাত আছে বলিয়া উল্লেখ আছে। ফয়জুল্লাহ বাহারের এস,সি,তে ৫" X ১$\frac{১}{২}$" X ১" আকারের ধারালো কোন কিছু কাটার অস্ত্র জনিত আঘাত মাথার পিছনে আছে বলিয়া উল্লেখ আছে। জাফর এবং ফয়জুল্লার বাহার আঘাত এবং তাহাদের এম, সি, এর উপর বিবাদীপক্ষের জেরা নাই বরং এই আঘাতগুলি যে সত্য তাহা ডাক্তারকে (সাক্ষী নং- ৫) জিজ্ঞাসা করা এবং প্রশ্ন হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। বিবাদী পক্ষের যুক্তি দিল যে জাফর ও ফয়জুল্লা বাহারের আঘাতগুলি কোথাও হোচট খাইয়া ধারালো কোন জিনিষের উপর পড়িলে এবং বাসে চলাকালে মাথায় আঘাত পাইলে এই আঘাতগুলি হইতে পারে। বিবাদী ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফরের নাকে আঘাত করার এবং বিবাদী নিজাম দাও দ্বারা বাহারকে মাথায় আঘাত করায় রক্তপাত হইয়াছে। তাহার প্রমান রক্ত মাখা শার্ট, লুংগি ও গেঞ্জি। তদন্তকারী কর্মকর্তা (সাক্ষী নং- ৬) Material Exhibit হিসাবে রক্তমাখা শার্ট, লুংগি ও গেঞ্জি আদালতে প্রদর্শন করে জখমী জাফর ও বাহারকে প্রথমে রিক্সাযোগে ডিটি রোড পর্যন্ত তারপর ডিটি রোড, হইতে মস্তান নগর হাসপাতাল পর্যন্ত টেম্পোতে যাওয়া, জখমী জাফরের ঘটনার দিন মাস্তাননগর হাসপাতালে সন্ধ্যার দিকে জ্ঞান ফিরিয়া পাওয়া প্রভৃতি বক্তব্যগুলি সাক্ষীদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে জেরা করিয়া বক্তব্যের মধ্যে গরমিল আনয়ন করিতে বিবাদী পক্ষ সমর্থ হয় নাই। *বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ অপরাপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ভাবে সাক্ষ্য প্রমানাদি প্রদান করিতে পারে নাই। নির্দিষ্ট ভাবে কে কাহাকে মারধর করিয়াছে এবং বিবাদীদের কে কে বেআইনী জনতায় একত্রিত হইয়া অপরাধ করিতে আসে তাহাও সঠিক ভাবে সাক্ষীরা ব্যক্ত করে নাই।* *বলা যায় বাদী পক্ষ বিবাদী ফয়েজ আহমেদ ও নিজাম উদ্দিন ওরফে জসীম উদ্দিন এর বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৩২৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরদিকে, বাদী পক্ষ বিবাদী মিজানুল হক, জামাল উল্লাহ সেরাং এবং জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অভিযোগ এবং সকল বিবাদীদের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ১৪৭ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে পারে নাই।* *অতএব, আদালত এই মর্মে* *আদেশ* *প্রদান করিতেছে যে, বিবাদী ফয়েজ আহামদ ও নিজাম উদ্দিন ওরফে জসীম উদ্দিনকে দঃ বিঃ ৩২৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা গেল এবং এই অপরাধের জন্য বিবাদী ফয়েজ আহাম্মদকে ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং বিবাদী নিজাম উদ্দিন*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ওরফে জসিম উদ্দিনকে ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা গেল। সকল বিবাদীদেরকে দঃ বিঃ ১৪৭ ধারার অভিযোগ এবং বিবাদী মিজানুল হক, জামাল উল্লাহ সেরাং এবং জয়নাল আবেদীনকে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অভিযোগে নির্দোষ সাব্যস্ত করতঃ তাহাদেরকে সংশ্লিষ্ট ধারা হইতে বেকসুর খালাস প্রদান করা গেল। *স্বা/- অপাঠ্য* *০৪.০৪.১৯৮৯* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিশেষ দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-২৮/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০১.০৩.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *"অত্র ফৌজদারী আপীল মামলাটি তৎকালীন মিরশ্বরাই উপজিলা হাকিম চট্ট গ্রাম বাবু রঘুমনি সিংহ কর্তৃক জি. আর.- ৯৯/৮৭ নং মামলায় প্রচারিত ০৪.০৪.৮৯ ইং তারিখের রায় ও দন্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আসামী আপীলকারী ফয়েজ আহমদ কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৮ ধারা মতে আনীত।* *সংক্ষেপে বাদীর মামলা হলো যে, গত ২২.১০.৮৭ ইং বেলা ১০/১১ টায় জনৈক হোসনে আরা কর্তৃক বিবাদী ফয়েজ আহমদ গং এর বিরুদ্ধে আনীত গ্রাম আদালতের মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাদী ও বিবাদীগনের ঘটনায় গ্রাম্য মসজিদের সম্মুখে স্থানীয় গন্যমান্য লোক নিয়ে এক সালিশ বৈঠক বসে। উভয় পক্ষের জবানবন্দী ও কাগজপত্র দেখার সময় বাদীনির সাক্ষী ফয়েজ উল্লাহ বাহার ও মোঃ জাফর আহমেদের সাথে বিবাদীদের কথা কাটাকাটির প্রক্কালে বিবাদী মনোয়ারা বেগম ও ফিরোজা দৌড়িয়ে তাদের ঘর হতে দা, লাঠি, ছুরি এনে পুরুষ বিবাদীগনের হাতে দেয়, বিবাদীগণ বে-আইনী জনতা গঠন করে ১নং বিবাদী ফয়েজ আহমদ তার হাতে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে মোঃ জাফর আহমদের নাকে সজোরে কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে যাতে তার নাকের হাঁড় কেটে যায়। ২নং বিবাদী নিজামউদ্দিন তার হাতে থাকা দা দিয়ে ফয়েজ উল্লা বাহারকে সজোরে মাথায় কোপ মেরে হাঁড় কেটে রক্তাক্ত জখম করে। বিবাদী মিজানুল হক জামাল উল্লা, জয়নাল আবেদীন তাদের হাতে থাকা লাঠি দ্বারা মোঃ জাফর ও ফয়েজ উল্লা বাহারকে বেদম মারপিট করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত ফুলা জখম করে। বিবাদী নিজামুল হক জখমী ফয়েজউল্লা বাহারের পকেট থেকে ৭০৫/- টাকা জয়নাল আবেদীন ফয়েজুল্লাহ হাতে থাকা ১২০০/- টাকা দানের সিটিজেন অটোমেটিক ঘড়ি ইত্যাদি নিয়ে যায়। বাদী ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে ঘটনার সকল বিষয় অবগত হয়ে জখমীদের মোস্তন নগর হাসপাতালে চিকিৎসা করান। পরে বাদী থানায় মামলার এজহার দায়ের করেন। মীরশ্বরাই থানার দারোগা জাহাংগীর আলম তদন্তভার পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, আলামত জব্দ করেন। প্রাথমিকভাবে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানীত হওয়ায় বিগত ৩০.১২.৮৭ ইং তারিখ আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৭/৩২৪/৩২৬/১০৯ ধারার অধীন অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।* *নিম্ন আদালত কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১৪৭ ধারা, ফয়েজ ও নিজামের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৪ ধারা এবং বিবাদী মিজান, জামাল ও জয়নালের*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৩ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ আসামীদেরকে পাঠ করে শুনালে তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। অনুপস্থিত আসামী ফয়েজ আহমদকে তার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি। ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯বি(২) ধারার অধীন বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মামলায় বাদীপক্ষ ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপ্ত হলে উপস্থিত আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীন পরীক্ষা করা হয়। তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে কোন সাফাই সাক্ষ্য বা কাগজাদি দাখিল করবেনা বলে জানায়। *নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ৪টি বিচার্য বিষয়ের ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রমানে এজাহারে বর্নিত ঘটনা প্রমানীত মর্মে উল্লেখ করে গত ০৪.০৪.১৯৮৯ ইং তারিখ ঘোষিত রায়ে বিবাদী ফয়েজ আহমদ ও নিজাম উদ্দিনকে দন্ডবিধির ৩২৪ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে বিবাদী ফয়েজ আহমদকে ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং বিবাদী নিজাম উদ্দিন ওরফে জসিম উদ্দিনকে ০৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। তাতে অসনুষ্ট হয়ে আসামী আপীলকারী ফয়েজ অত্র আপীল আনয়ন করে আপীলের মেমোতে বলেন যে বিজ্ঞ নিম্নাদালতের রায় ও দন্ডাজ্ঞা আইন, ঘটনার বিষয়বস্তু ও অবস্থার বিপরীত বিধায় তা রদ রহিত যোগ্য।* ***<u>বিচার্য বিষয়</u>*** *বিজ্ঞ নিম্নাদালতের রায় ও দন্ডাদেশ আইনানুগ ও যথাযথ হয়েছে কিনা এবং উক্ত তর্কিত রায় বহালযোগ্য কিনা?* ***<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>*** *তর্কিত রায় দন্ডাজ্ঞা আপীল মেমো ও নথি পর্যালোচনা করা হলো। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামীগণের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, মারাত্মক রক্তাক্ত জখমের দন্ডবিধির ১৪৭/৩২৪/৩২৩ ধারার অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট তার রায়ে বাদী পক্ষের সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমানে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানীত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে বর্ণিত মতে আসামীগণকে দন্ডাজ্ঞা প্রদান করেন।* *এখন সাক্ষ্য প্রমানাদি পুনঃ পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিজ্ঞ নিম্নাদালতের দন্ডাজ্ঞা আইনানুগ ও যথাযথ হয়েছে কিনা? এবং তর্কিত উক্ত আদেশ বহালযোগ্য কিনা?* *১নং সাক্ষী কোব্বাত আহমেদ সাক্ষ্য উল্লেখ করেন যে, ২২.১১.১৯৮৭ ইং তারিখ সকাল ১০/১১ টায় বিবাদী ফয়েজের ঘাটায় অবস্থিত মসজিদের সামনে এক সালিশ বৈঠক হয়। বৈঠকে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে ফিরোজা ও মনোয়ারা দৌড় দিয়ে বাড়ী থেকে লাঠি সোটা, দা, ছুরি নিয়ে আসে এবং দা নিজামের হাতে ও ছুরি ফয়েজের হাতে দেয়। বাকী বিবাদীদের হাতে লাঠি সোটা, দা. ছুরি নিয়ে আসে এবং দা নিজামের হাতে ও ছুরি ফয়েজের হাতে দেয়। বাকী বিবাদীদের হাতে লাঠি দেয়। ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফরের নাকে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। নিজাম দা দ্বারা বাহারের মাথায় আঘাত করে। মিজানুল, জয়নাল, জামাল বাহারকে মারধর করে। বাহারের পকেট হতে মিজানুল ৭৪৫/- টাকা, জয়নাল সিটিজেন ঘড়ি নেয়। জামাল পার্কার কলম নেয়। জখমীদের মোস্তান নগর হাসপাতালে চিকিৎসা করান। মামলা দায়ের করেন। পুলিশকে একটি শার্ট,*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লুংগি ও গেঞ্জি রক্তমাখা অবস্থায় প্রদান করে। গেঞ্জি ও লুংগি তাদের শার্ট ফয়েজুল বাহারের এক্সরে করানো হয়, জেরায় এ সাক্ষী বলে সে ঘটনা দেখেননি পরে খবর শুনে ঘটনাস্থলে যায়। *২নং সাক্ষী জাফর আহমদ। তার জবানবন্দীতে বলেন গত ২২.১১.১৯৮৭ ইং তারিখ মনোয়ারা ও ফিরোজা দা ছুরি ও লাঠি এনে দেয়। ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফরের নাকের উপর রক্তাক্ত জখম করে। তখন সে বেহুস হয়ে পড়ে।* *৩নং সাক্ষী শফি মিস্ত্রি তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে গত ২২.১১.৮৭ ইং তারিখ সকাল ৯/১০ টার দিকে ফয়েজ ও হোসনে আরার পুকুর নিয়ে একটা সালিশ হয় স্থানীয় মসজিদের সামনে। ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফরের নাকে কোপ মারে, জসিম প্রকাশ মিজান দা দ্বারা বাহারকে কোপ মারে। অস্ত্র সস্ত্র ফিরোজা ও মনোয়ারা বাড়ী থেকে এনে দেয়। জখমীদের মোস্তাননগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। আবু জাফরকে সে হাসপাতালে নেয়। জাফর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত হুশ ছিলনা।* *৪নং সাক্ষী ফয়েজুল্লাহ বাহার তার সাক্ষ্যে বলেন গত ২২.১১.৮৭ ইং তারিখ বেলা ১০/১১ টায় স্থানীয় মসজিদের সামনে ফয়েজ ও হোসনে আরার পুকুর নিয়ে সালিশ হয়। তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে ফয়েজ আহমেদের নাকে কোপ মারে। নিজাম তাহার মাথায় দা দ্বারা কোপ মারে। তাকে ও জাফরকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়। তারা রক্তমাখা ফুলশার্ট পুলিশের নিকট দেয়। সন্ধ্যার সময় জাফরের জ্ঞান ফিরে। সালিশে সে দর্শক হিসাবে ছিল। সে বিবাদীদের ৩টা মামলার আসামী।* *৫নং সাক্ষী ডাঃ সাইফুল আলম তিনি তার সাক্ষী ফয়জুল্লাহ বাহারের এমসিতে ৫" X ১$\frac{১}{২}$" X ১" আকারের ধারালো কোন কিছু কাটার অস্ত্র জনিত আঘাত মাথার পিছনে এবং ভিকটিম জাফরের এমসিতে নাকের উপর ১$\frac{১}{২}$" X ১" X ১" আকারের ধারালো সুচালো অস্ত্র জনিত আঘাত আছে বলে উল্লেখ করেন।* *৬নং সাক্ষী মোঃ জাহাংগীর আলম তদন্তকারী দারোগা। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ২৩.১১.৮৭ ইং তারিখ মিরশ্বরাই থানায় কর্মরত থাকাকালে উক্ত মামলায় বাদীর এজাহারের উপর ভিত্তি করে তার উপর মামলার তদন্তভার ন্যাস্ত হলে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন উহা সূচী ও মানচিত্র অংকন করেন। তিনি বিবাদীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ১০৭/৩১৪/১০৯ ধারা মতে সি/ডব্লিউ নং- ৮০ তাং ৩০.১২.৮৭ দায়ের করেন। তার প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকা প্রদর্শনী- ৫ ও তাতে তার সই প্রদর্শনী- ৫/১ চিহ্নিত করেন। বস্তু প্রদর্শনী- I রক্ত মাখা শার্ট বস্তু প্রদর্শনী- II রক্তমাখা গেঞ্জী ও বস্তু প্রদর্শনী- III রক্তমাখা লুংগি চিহ্নিত করেন। জেরাতে উল্লেখ করেন ভিকটিমকে হাসপাতালে ১৪.১১.৮৭ ইং তারিখ ১৫.৩০ টায় পরীক্ষার জন্য নেন। জখমীদের অবস্থা গরুতর দেখে জিজ্ঞাসা করেননি। ঘটনাস্থল মসজিদের সামনেই।* *বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন করে আরো দেখা যায় যে, ঘটনার তারিখ ২২.১১.৮৭ ইং ঘটনাস্থল বিবাদী ফয়েজের ঘাটায় অবস্থিত মসজিদের সম্মুখে। সকল সাক্ষীগণ একথা বলেছে। ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফরের নাকে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে এবং নিজাম দা দ্বারা বাহারের মাথায় আঘাত করার বিষয় সকলে বলেছেন এবং সে বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়। ডাক্তার ও জখমী জাফরের এমসি-*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তে বলেছে জাফরের নাকের উপর ১½" X ১" X ১" আকারের ধারালো সুচালো অস্ত্রের আঘাত মর্মে মন্তব্য করেন। ফয়জুল্লাহ বাহারের এমসি-তে ৫" X ১½" X ১" আকারের ধারালো কোন কিছু কাটার অস্ত্র জনিত আঘাত মাথার পিছনে আছে বলে উল্লেখ আছে। এই আঘাতগুলি যে সত্য তা ডাক্তার (৫নং সাক্ষী) প্রদত্ত জবানবন্দী দ্বারা প্রমানিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা (৬নং সাক্ষী) বস্তু প্রদর্শনী হিসাবে রক্তমাখা শার্ট লুংগি ও গেঞ্জি আদালতে প্রদর্শন করেন। *এমতাবস্থায় উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঘটনা, পারিপাশ্বিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে বাদী পক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করেছে মর্মে তর্কিত রায়ে উল্লেখ পূর্বক আসামীদেরকে যে দন্ডাজ্ঞা প্রদান করেছে তা আইনানুগ হওয়ায় উহা বহাল যোগ্যতার দাবী রাখে। ফলে অত্র ফৌজদারী আপীলটি অকৃতকার্য হলো।* *অতএব আদেশ হয় যে,* *নিম্নাদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মিরশ্বরাই কর্তৃক জি. আর মামলা নং- ৯৯/৮৭ ধারা দন্ডবিধির ৩৩৪-এ বিগত ০৪.০৪.৮৯ তারিখে প্রদত্ত আসামী ফয়েজ আহমদ, নিজাম উদ্দিন প্রঃ জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩৩৪ ধারার অধীন দোষী সাব্যস্থক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৫(২) মতে অপরাধী বিবেচনায় আসামী ফয়েজ আহমদকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং আসামী নিজাম উদ্দিন প্রঃ জসিম উদ্দিনকে ৩ মাসে বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশটি বহাল রাখা হলো। আসামীকে সাজা ভোগের জন্য তার পূর্বের জামিন বাতিলক্রমে নিম্নাদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নিম্নাদালতের নথি অবগতি ও আসামীর সাজা ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য শীঘ্রই নিম্নাদালতে প্রেরণ করা হউক।* *আমার জবানীতে টাইপ ও শুদ্ধিকৃত* *স্বা/- মুনীরা মাহফুজা* *০১.০৩.২০০৬* *বিচারক (দায়রা জজ)* *বিশেষ দায়রা জজ আদালত* *চট্টগ্রাম।* *স্বা/- মুনীরা মাহফুজা* *০১.০৩.২০০৬* *বিচারক (দায়রা জজ)* *বিশেষ দায়রা জজ আদালত* *চট্টগ্রাম।* **১নং সাক্ষী কোব্বাদ আহমেদ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, "আমি বাড়ী হইতে খবর পাইয়া ও চিৎকার শুনিয়া ঘটনাস্থলে আসি ও সাক্ষীরাও আসে।" অর্থাৎ অত্র সাক্ষী ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন না প্রমানিত। তিনি সাক্ষীদের থেকে ঘটনা শুনে অত্র এজাহারটি দায়ের করেছেন তাও প্রমানিত। তিনি জেরায় বলেন যে, "জখমীদের হাসপাতালে প্রথমে রিক্সায় তারপর ট্রাংক রোড হইতে টেম্পোতে নিই। হাসপাতালে যখন যাই তখন দুপর ১২টা সাড়ে ১২টায় আমার সহিত হাসপাতালে জয়নাল পিতা বামুন গুড়া মিয়া পিতা আঃ রহমান ছিল। তাহার মামলার সাক্ষী নাই।" এই সাক্ষী তার জেরায় আরও বলেন যে, " বিবাদী কর্তৃক একটি মামলার আমি**

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী আছি। আমি বিবাদীদের ৩ টা মামলায় আসামী আছি।” রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী জাফর আহমেদ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “ মনোয়ারা ও ফিরোজা দা, ছুরি ও লাঠি আনিয়া দেয়। ছুরি ফয়েজের হাতে, নিজামের হাতে দা, বাদীদের হাতে লাঠি দেয়। সমস্ত আসামীরা লুৎফরকে মারিতে গেলে আমি ও বাহার বাধা দেই। ফয়েজ ছুরি দ্বারা আমার নাকের উপর রক্তাক্ত জখম করে। আমি মাটিতে পড়িযা যাই। আমি তারপর আর কিছু বলিতে পারিব না। হুশ আইলে আমি মস্তাননগর আসি।” এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, “ ফয়েজ আমার জেঠা। তাহার এক কোপের পর আমি বেহুশ হই। অতপর কথিত ঘটনার কথা বলিতে পারিব না।” তিনি জেরায় আরও বলেন যে, “ আমি রিক্সা চালাই। রিক্সার কোন চাকা ঢিলা কিনা জানিনা। বিবাদী জয়নাল এবং এক সমাজের সর্দার।” রাষ্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষী সফি মিস্ত্রি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, “ ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফরের নাকে কোপ দেয়। জসিম প্রকাশ নিজাম দ দ্বারা বাহারকে কোপ দেয়। বাদিরা লাঠি দ্বারা পিটায়। অস্ত্র শস্ত্র ফিরোজা, মনোয়ারা বাড়ী হইতে আনিয়া দেয়।” এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, “ দারোগার কাছে ঘড়ি, টাকা ও কলম নিবার কথা বলি নাই।” এই সাক্ষী জেরায় আরও বলেন যে, “ আবু জাফরকে আমি হাসপাতালে নিই। জাফর হাসপাতালে আমার দেখিয়া আমার আগে পর্যন্ত হুস ছিলনা।” তিনি জেরায় আরও বলেন যে, “ ফয়েজের মামলায় আমি বিবাদী নই। জি আর ১০২ মামলায় আমি আসামী আছি তাহা এখন দেখিতেছি। আগে জানিতাম না।” তিনি জেরায় আরও বলেন “ ঘটনাস্থরে পাশে একটা দোকান আছে। মালিক ছিদ্দিকুর রহমান। তখন দোকান খোলা ছিল।” রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী ফয়েজুল বাহার তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “ লুৎফরকে আক্রমন করিতে চাইলে আমি ও বাহার বাধা দিই। ফয়েজ ছুরি দ্বারা জাফর আহমদকে নাকে কোপ মারে। নিজাম আমার মাথায় দা দ্বারা কোপ মারে। তাহাতে রক্তাক্ত জখম হয়, আমি পডিয়া যাই। জয়নাল আমার হাত হইতে নেয় ১২০০/- টাকা এবং ৭৪৫/- টাকা নিজামুল নেয়। ” এই সাক্ষী তার জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, “ হাসপাতালে ২২.১১.১৯৮৭ হইতে ০১.১২.১৯৮৭ পর্যন্ত ছিলাম। M.C. দিয়াছি।” এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, “ কে কে কলম, ঘড়ি ও টাকা নিয়াছে তাহাও দারোগার কাছে বলি নাই। জাফরের সন্ধা ৫টা সাড়ে ৫টায়

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জ্ঞান ফিরে। আমাদেরকে দারোগা হাসপাতালে ২৬/১১ জিজ্ঞাসা করে। দারোগা ০১.১২.৮৭ এর বাড়ীতে ২য় বার জিজ্ঞাসা করে।" তিনি তার জেরায় আরও বলেন যে, " জি,আর ৯১/৮৬ মামলায় বাদি জয়নাল ও বর্তমান মামলার বিবাদী ও ঐ মামলার জেঠা গনি বিবাদী আছে।" **রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী ডাঃ কাজী সফিকুল আলম তার জেরায় বলেন যে, " Ext. 3 রোগি নিজেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। নাকের আঘাতগুলি কোথাও হোচট খাইলে উপুর হইয়া কোন pointed substance এর উপর পরিলে (অপাঠ্য) ইহা Ext. 4 এ আঘাত মাথার পিছনে উপরের অংশ।"** **রাষ্ট্রপক্ষের ৬নং সাক্ষী জাহাঙ্গীর আলম মিরস্বরাই থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা।** **উপরিল্লিখিত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য থেকে এটি প্রতীয়মান যে, স্বীকৃতমতেই একই ঘটনায় দুইটি মোকদ্দমা হয়। একটি অত্র মোকদ্দমা তথা জি,আর নং মোকদ্দমা ৯৯/৮৭ এবং অপরটি জি,আর মোকদ্দমা নং ১০২/৮৭। জি,আর মোকদ্দমা নং ১০২/৮৭ অত্র দরখাস্তকারী ফয়েজ আহমেদ কর্তৃক দায়েরকৃত। উক্ত মামলায় অত্র মামলার বাদী এবং সাক্ষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। অর্থাৎ একই ঘটনায় আসামীপক্ষ অত্র অভিযোগকারী পক্ষের বিরুদ্ধে এবং অত্র অভিযোগকারী পক্ষ অত্র আসামীদের বিরুদ্ধে পরস্পর দুটি কাউন্টার মোকদ্দমা দাখিল করে। সাক্ষীগনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, ১নং সাক্ষী শুনা সাক্ষী। ২নং এবং ৩নং সাক্ষীর বিরুদ্ধে অত্র আপীলকারীর মোকদ্দমা। ৪নং সাক্ষী ডাক্তার। ৫নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা। কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী নেই। প্রসিকিউশন পক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ব্যতিত প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে অত্র রুলটি চুড়ান্ত হওয়ার যোগ্য।** অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ চট্টগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আীল মামলা নং ২৮/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.০৩.২০০৬ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। আসামী-দরখাস্তকারী ফয়েজ আহমেদকে উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। অপর আসামী নিজাম উদ্দিন ওরফে জসিম উদ্দিনকেও অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।